পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বর

যারা শিশুদের শিক্ষা দেন তাদের অধ্যয়ণ T5b পাঠ করা উচিৎ।

প্রার্থনা ঃ "প্রিয় প্রভু, যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার মূল্য দিতে আমাদের সাহায্য করুন যে স্বর্গীয় পিতা হলেন ঈশ্বর, ঈশ্বর যীশুরূপে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা।"

টীকা ঃ কেবলমাত্র একটিই প্রকৃত ঈশ্বর আছেন যিনি হলেন পিতা (আমাদের সৃষ্টিকর্তা), পুত্র (যীশু, আমাদের উদ্ধার কর্তা), এবং আত্মা (আমাদের স্বর্গীয় সাহায্যকারী), তাঁরা এক ঈশ্বর। তারা সৃষ্টি ও পরিত্রাণের জন্য একত্রে কাজ করেন, ঠিক যেমন যোহন যীশুর বাপ্তিস্মের বিষয় বিবরণ দিয়েছিলেন।

১. ত্রিত্বের সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রস্তুত হন।

প্রেরিত ৯ঃ১-১৯ পদে খুঁজে দেখুন, পৌল কিভাবে শিখেছিলেন যে যীশুই ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করতেন এবং তিনি কিভাবে পবিত্র আত্মার বিষয়ে নতুন উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন। (১৭ পদ)

যোহন ১৪ঃ২৩-২৬ পদে খুঁজে দেখুন, পুত্রকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আমরা কাকে সম্মানিত করি এবং কেন।

যোহন ৫ঃ১৯-৩০ পদে খুঁজে দেখুন,

পিতা পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা একসঙ্গে আমাদের মধ্যে কি কাজ করেন অথবা তারা আমাদের কি করতে সক্ষম করে, তা খুঁজে দেখুন, রোমীয় পুস্তকের নিম্নলিখিত পদগুলোকে খুঁজে **দেখুনঃ** ১ঃ১-৪; ৫ঃ১-৫; ৭ঃ৪-৬; ৮ঃ১-৪; ৮ঃ৬-১১; ৮ঃ১৬-১৭; ৮ঃ২৬-৩৯; ১৪ঃ১৪-১৮ এবং ১৫ঃ৩০-৩৩।

টীকা ঃ নতুননিয়মে বিভিন্নভাবে ত্রিত্বের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সৃষ্টিকর্তা, উদ্ধারকর্তা এবং পাপ মোচন কর্তা;

ঈশ্বর, প্রভু এবং পবিত্র আত্মা; রাজা, মশীহ এবং শিক্ষাগুরু

এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলো মনে রাখবেনঃ

- ত্রিত্ব হল অনন্তকালীন ঈশ্বর এবং বস্তুগত জগতের স্থান ও কালের উর্দ্ধে।
- কালের মধ্যে (যীশুর জন্ম) এবং স্থানে (বৈৎলেহমে) ঈশ্বর মানবে পরিণত হয়েছিলেন।
- যীশু মানবরূপে জন্মেছিলেন। তিনি স্বর্গীয় পরাক্রম এবং মানবীয় দূর্বলতা প্রদর্শন করেছিলেন।
- কয়েকটি মন্ডলীতে শিক্ষা দেওয়া হয় যে যীশুর স্বর্গীয় প্রকৃতি এবং মানবীয় প্রকৃত ভারসাম্যযুক্ত রূপে মিশ্রিত করে একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল; অন্যরা শিক্ষা দেন যে যীশুর মধ্যে স্বতন্ত্ররূপে স্বর্গীয় এবং মানবিক প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল। যে বিষয়টি জানা এবং বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যীশু ঈশ্বর এবং মানব।

নিজেকে পরীক্ষা করুন ঃ যীশু ও নতুন নিয়ম অনুসারে কোন ধারাণাগুলো সত্য ?

- যীশু যে কাজগুলো করেছিলেন, সেই কাজগুলো কেবলমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন।
- যীশু পিতার সঙ্গে কথা বলতেন এবং পিতা যীশুর সঙ্গে কথা বলতেন।
- যীশু আমাদের কাছে আসেন।
- আমরা যখন যীশুকে শ্রদ্ধা করি, তখন আমরা ঈশ্বরকে সম্মান করি।

- আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করতে পারি। (উত্তর ঃ সব ধারনাগুলোই সত্য)

অ্যাথানাসিয়াস এবং আরিয়াস

দ্বি-চতুর্থাংশ শতাব্দী যাবৎ মিসরীয় ঈশ্তাত্ত্বিকগণ যীশু কে ছিলেন সেই বিষয়ে বিতর্ক করতেন। আরিয়াস ত্রিত্বের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সময় ঐক্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বরের বাক্য যীশুর ওপর নেমে এসেছিল, তাঁকে মশীহ তৈরী করেছিল এবং 'ঈশ্বরের পুত্র রূপে' অভিহিত করেছিল। রোমীয় সাম্রাজ্যে তার শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

অ্যাথানাসিয়াস শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর পুত্রই ছিল জীবন্ত বাক্য যিনি এমনকি যীশুর জন্মের পূর্ব থেকেই পিতার সঙ্গে ছিলেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছিলেন। অর্থাৎ এক ঈশ্বর অনন্তকালীনভাবে দুই ঈশ্বর ছিলেন, পিতা এবং পুত্র। তারপর তিনি দেখেছিলেন যে পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর, তখন তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন এক ঈশ্বর অনন্তকালীন তিন ঈশ্বর ছিলেন পিতা, পুত্র এবং আত্মা।

৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের নেতৃবর্গ নিসিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই আরিয়াসের ধারনা থেকে অ্যাথানসিয়াসের শিক্ষাকে অধিক বাইবেল সম্মত বলে স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং তারা অ্যাথানসিয়াসের ত্রিত্বের মতবাদকে অনুমোদন করেছিলেন। বর্তমানে, অধিকাংশ খ্রীষ্টানই ত্রিত্বের বিষয়টিকে সত্য বলে গ্রহন করেছে। যারা এই মতবাদকে অস্বীকার করে তাদের আরিয়ান বলে অভিহিত করা হয়।

কয়েকটি ধর্ম যীশুকে ঈশ্বররূপে গ্রহন করতে অস্বীকার করে। যিহোবা উইটনেস সম্প্রদায় যীশুকে ঈশ্বররূপে গ্রহন করতে এবং তিনি যে তাঁর শারীরিকভাবে মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছিলেন সেই বিষয়টি গ্রহন করতে অস্বীকার করে। মোরমোন বলেছিলেন যে যীশু মৃত্যুর পর ঈশ্বরে পরিণত হয়েছিলেন এবং মোরমোনরাও দেবতায় পরিণত হবে। ইসলামেরা শিক্ষা দেয় যে যীশু কখন ঈশ্বর ছিলেন না এবং তিনি মরেন নি এবং পুনরত্থিত হন নি। এদের মধ্যে কেউই বাইবেলের আদেশ অনুসারে পুত্রকে সম্মান করে নি, আমরা যেভাবে পিতাকে সম্মান দিই তারা তা কখন দেয় না (যোহন ৫ঃ১৯-৩০)।

২. আগামী সপ্তাহের জন্য কার্যকলাপের বিষয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে পরিকল্পনা করুন।

আপনার দলের লোকদের যদি ত্রিত্বের বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হয়, অথবা তারা যদি ভ্রান্ত গুরুদের দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের কাছে যান এবং এই সত্যগুলো ব্যাখ্যা করুন ঃ

- যীশু অনন্তকালীনভাবে ঈশ্বরে পুত্র, যিনি মানব হয়েছিলেন এবং চিরকালের জন্য ঈশ্বর এবং মানব থাকবেন।
- ত্রিত্ব তিনটি ঈশ্বর নন। তিনি একই ঈশ্বর, যিনি পিতা, পুত্র ও আত্মা।
- ঈশ্বর এক এবং তিনি হলেন তিন ব্যক্তি। এটা এমনই এক রহস্য যা কোন মানব ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আমরা তাদের যুক্ত করতে পারি না, যদিও তারা পৃথক ব্যক্তিত্ব, তারা ঐক্যবদ্ধ।
- যীশু অনন্তকালীন ঈশ্বর এবং তিনি মানব হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ই। এটা বলা ভুল হবে যে যীশু কেবলমাত্র মানুষ ছিলেন এবং খ্রীষ্ট ছিলেন একআত্মা যাকে যীশু হবার জন্য ঈশ্বর প্রেরণ করেছিলেন।
- পিতা পুত্র অনন্তকালীনভাবে সংযোগ স্থাপন করেন এবং সহযোগিতা করেন। পুত্র মানব হওয়ার পর, তিনি এবং পিতা নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করেন এবং সহযোগিতা করেন। সুতরাং এটা বলা মিথ্যা হবে যে যীশু যদি ঈশ্বর হতেন, তবে তাঁকে পিতার কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজন হতো না।
- বাইবেলে ''ত্রিত্ব'' শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইবেলে আমরা যা খুঁজে পাই তা বর্ণনা করার জন্য আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি, সেই বিষয়গুলো হল পিতা, পুত্র এবং আত্মা ঐক্যবদ্ধ। এটা বলা ভুল হবে যে রোমান ক্যাথলিকেরা ত্রিত্বের বিষয়টি আবিষ্কার করেছিলেন।

অন্যান্য দলের পালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন যারা নেতাদের প্রশিক্ষণ দেন এবং এই সত্যগুলো নিয়ে কাজ করতে তাদের সাহায্য করুন।

৩. পরবর্তী আরাধনার বিষয়ে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিকল্পনা করুন।

বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই কার্যকলাপ করুন।

- শৌল কিভাবে শিখেছিলেন যে যীশুই ঈশ্বর এবং কিভাবে তিনি পবিত্র আত্মার বিষয় নতুন উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, সেই বিষয়ে **প্রেরিত ৯ঃ১-১৯** পদে বর্ণিত গল্পটি পাঠ করুন বা বলুন (১৭ পদ)

- রোমীয় ১ঃ১-৪ পদ পাঠ করুন এবং ব্যাখ্যা করুন, কিভাবে আমাদের পরিত্রাণ, পবিত্রতা, যীশুর জন্য সাক্ষ্য এবং ঈশ্বরের জন্য আমরা যা কিছু করি তার সঙ্গে ত্রিত্ব যুক্ত থাকে।
- ভাগ ১ এ আপনি কি শিখেছেন ব্যাখ্যা করুন এবং একই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন।
- শিশুরা যা কিছু প্রস্তুত করেছেন, তা প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে উপস্থাপন করতে দিন।
- অ্যাথানাসিয়াস এবং আরিয়াসের গল্প বলুন।
- বিশ্বাসীরা কিভাবে প্রথম যীশুকে ঈশ্বররূপে চিনতে পেরেছিলেন, সেই বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য দিতে বলুন।
- প্রভুর ভোজের বিষয়টি পরিচিত করানোর জন্য মথি ৩ঃ১৩-১৭ পদ পাঠ করুন। ব্যখ্যা করুন যে ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বরপুত্র এবং ঈশ্বর আত্মা যীশুর বাপ্তিস্মের সময় যেভাবে একসাথে কাজ করেছিল, প্রভুর ভোজের সময়েও তারা একইভাবে একসাথে কাজ করেন। পিতা ঘোষণা করেছিলেন যে পাপ সমূহ আবৃত করার জন্য আমরা যখন রুটি এবং পান পাত্র গ্রহণ করি তখন পবিত্র আত্মা আমাদের তাঁর দেহ এবং রক্তে অংশগ্রহন করতে সাহায্য করেন (১ করি ১০ঃ১৬-১৭)।
- প্রার্থনা, পরিকল্পনার নিশ্চিত করুন এবং পরস্পরকে উৎসাহিত করার জন্য দু-তিনজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করুন।
- মুখস্থ পদঃ মথি ৩ঃ১৬-১৭ পদ।

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net